দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... DEC 1 6 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২ ......

আগামী এসএসসি পরীক্ষা শেষ করা হবে বারো কর্মদিবসে

আহমেদ দীপু

আগামী এসএসসি পরীক্ষা ১২ কর্মদিবসের মধ্যে শেষ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিরতিহীনভাবে পাঁচ বোর্ডের পরীক্ষা এক সঙ্গে শুরু ও শেষ করা হবে।

এগারো বিষয়ের পরীক্ষা বারো দিনে শেষ করার খবর পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

নতুন শতাব্দীর প্রথম মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা শুরু হবে দুই মার্চ থেকে, চলবে ১৬ মার্চ পর্যন্ত। এর মাঝে দুটি

(১১ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

113

আগামী এসএসসি পরীক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

শুক্রবার ছাড়া বাকি বারো দিন বিরতিহীনভাবে টানা পরীক্ষা চলবে। চতুর্থ বিষয়সহ মোট এগারো বিষয়ের পরীক্ষা ১২ দিনের মধ্যেই শেষ হবে। দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের আশঙ্কায় অল্প সময়ে পরীক্ষা শেষ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে ৬৫ থেকে ৭০ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফল ঘোষণা করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

প্রতিদিন একটি করে পরীক্ষা দিতে হবে শুনে পরীক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। পরীক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা।

তাঁদের মতে, পরীক্ষার্থীদের জীবনে প্রথম সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে এসএসসি। এই পরীক্ষা কমপক্ষে একদিন করে বিরতি দিয়ে নেয়া দরকার। কারণ এক বিষয়ে পরীক্ষা দেয়ার পর পরীক্ষার্থীর মাথায় ঐ বিষয়ের উত্তরপত্রের প্রতিফলন থাকে দীর্ঘক্ষণ। এ অবস্থায় পরদিনের পরবর্তী বিষয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেয়া তার পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু তাকে যদি পরের দিনের পরীক্ষার জন্য জোর করে তৈরি করা হয় তবে তার মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী পরীক্ষাগুলো সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর পক্ষে দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এসব দিক বিবেচনায় অন্তত একদিন করে বিরতি দিয়ে পরীক্ষা নেয়া দরকার বলে অধিকাংশ অভিভাবক মত প্রকাশ করেন।

তাঁদের মতে, পরীক্ষার মাঝে বিরতি না থাকায় যথেষ্ট প্রস্তুতি থাকার পরও অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর ফল ভাল না হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। একই ধরনের মত প্রকাশ করেন রাজধানীর একাধিক স্কুলের শিক্ষক। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাঁরা বলেন, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে পরীক্ষার্থীদের জিম্মি করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের আর প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ করবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারা যথাযথভাবে কাজগুলো করতে না পারায় বিকল্প হিসাবে দ্রুত পরীক্ষা শেষ করা হচ্ছে।

পাশাপাশি উদয়ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বর্তমান সময়সূচীর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পরীক্ষার্থীদের যেভাবে তৈরি করা হবে তারা সেভাবেই তৈরি হবে। এছাড়া তিনি আরও বলেন যে, এক সময় এসএসসি পরীক্ষা দিনে দু'টি বিষয়েও নেয়া হয়েছে। কাজেই বিরতিহীন পরীক্ষার ক্ষতিকর কোন প্রভাব পরীক্ষার্থীর ওপর পড়বে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এছাড়া এবার দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফল ঘোষণার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পরীক্ষার পর ৬৫ থেকে ৭০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হবে। এজন্য পরীক্ষকদের উত্তরপত্র বিতরণের সময় বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হবে, যাতে তাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই উত্তরপত্র দেখা শেষ করে বোর্ডে জমা দেন। আর পরীক্ষায় নকল রোধে পরীক্ষা কেন্দ্র এবং সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।